ক্যুইজ মেধা না বুদ্ধির খেলা

সীপা দাস

ইধাঁধার ফাঁদেই তো জীবন বাঁধা। জন্ম থেকে মৃত্যু সবটাই যেন এক গোলক ধাঁধা। জীবনের পরতে পরতে যে না জানা প্রশ্ন, না জানা উত্তর সেই অজানাকে জানার খোঁজেই শুরু 'Quiz'। বাংলায় Quiz এর মানে হলো ক্রীড়াচ্ছলে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা, কিংবা হতবুদ্ধি করা বা ব্যঙ্গ করা।

একটা সময় ছিল যখন এই Quiz শুধুমাত্র স্কুল আর কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে Quiz এখন আম জনতার জন্য উন্মুক্ত।

পারার আনন্দ, না পারার দুঃখ সব মিলিয়ে Quiz এখন জমজমাট। সাধারণ গৃহবধূ থেকে উচ্চ শিক্ষিত কর্পোরেট কর্তাও Quiz এর মজায় ডুবে। Quiz দেখা বা Quiz এ অংশ গ্রহন করাটা অনেকটা নেশার মতো। Quiz এর তালিম নিতে নিতে এক একজন জ্ঞানবৃক্ষ হয়ে উঠেন।

Quiz এখন একটা মজার জিনিষ, পারো তো ছক্কা আর না পারো তো ফক্কা। মিডিয়ার দৌলতে Quiz এর এখন পোয়াবারো। সিরিয়ালের নিত্য ঘ্যানর ঘ্যানর গল্পের চেয়ে টান টান উত্তেজনায় ভরা Quiz শো ঢের ভাল।

আর শুধু তো প্রশ্ন নয়, ঝাঁ চকচকে সেট্, সেলিব্রিটি Quiz মাষ্টার, শাড়ি, গয়না, স্যুট কোট, মেকআপে নিজেকে কখনো হিরো কখনো হিরোইন মনে হয় বোধ হয়।

পর্দার এপার থেকে বাক্সের ভিতর কখনো বিগ-বি, কখনো সৌরভ, কখনো সলমান, কিংবা শাহরুখ কে দেখে মুখ হা, জীবনে একটিবার স্বপ্নের মানুষগুলির একটু ছোঁয়া পেতে চেয়েই হা পিত্যেশ। আর ওরা আমার মতই এরে গেরে হট্ সিটে বসে হাতে হাত, চোখে চোখ এমনকি বুকে জড়িয়ে ভাববাসার এমন প্রকাশ যা সম্ভব শুধু মাত্র এই Quiz শো গুলির জন্যই।

এই শো এ শুধু তো হাতে হাত, চোখে চোখ নয়, শুধুমাত্র কয়েকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর আর আপনি লাখপতি, কোড়রপতি, ভাবলেই কেমন একটা শিহরণ হয়। এক মুহূর্তে পান দোকানের রতনিয়া হয়ে উঠল মিষ্টার রতন শ্রীবাস্তব (কোটিপতি)। হাজারো ফ্ল্যাশের ঝলকানি, গুচ্ছের প্রশ্ন, কাছের মানুষজনের অদ্ভুত আচরণ, পান দোকানে বসা না বসা নিয়ে দ্বন্দ্ব বা সব মিলিয়ে এক জটিল রসায়ন।

এই Quiz এর এমনই নেশা যে ঘরে বসে জ্যাকপট পাওয়ার আশায়, ভারতের কোটি কোটি জনতা শুধু মোবাইল টিপেই যাচ্ছে, কেন কি, ঘরে বসে বসেই লাখপতি সঙ্গে ফ্রিতে বচ্চন সাবের সঙ্গে বার্তালাপ। আহারে আমার ভাগ্যটাই খারাপ, সবাই কত কি পাচ্ছে, তাহলে কি আমি বোকা না হতভাগা? ঐ চেয়ারটাতে বসার এমনই অদম্য বাসনা বোকা ভারতবাসীর।

বোকা বাক্সের Quiz শো গুলির সঙ্গে আমরা নিজেদের খুব রিলেট করতে পারি। সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, হতাশা, আনন্দ, বেদনা আমাদেরকে ছুঁয়ে যায়। বিহারের কিংবা হরিয়ানার গন্ড গ্রামের খুব সাধারণ একজন যখন ধীরে ধীরে লাখ কিংবা কোটির দিকে এগিয়ে যায় তখন আমরাও কিন্তু মনে মনে খুশি হই।

Quiz মানে কি শুধুই কোটিপতি? না, মোটেও নয়। হাড়ি পাতিল, শাড়ি গয়না থেকে বাইক, এল-ই-ডি এমনকি গাড়ী পর্যন্ত পাওয়া যায়। তার মানে প্রশ্নের উত্তর দাও আর মালামাল হয়ে যাও।

শহর আগরতলাও এখন Quiz এর নেশায় বুঁদ। জমজমাট Quiz এর আসর, নানা রকম পুরস্কারের হাতছানি আট থেকে আশি সবাই আনন্দের সঙ্গে সন্ধ্যা গুলি উপভোগ করে।

আমাদের রাজ্যে কুইজ জনপ্রিয়তার মূলে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহন শুধু নয়। এটা সময় স্কুল স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ বছর কয়েক ধরে ত্রিপুরাইনফো ডট কমের কুইজের জন্য সবাই অপেক্ষা করে। রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ইনকুইজিটিভ বা হেডলাইনের প্রথম বারের মেগা ক্যুইজও সারা ফেলেছে। ইনফো ডট কমের মেগা ক্যুইজের মতো অন্যান্যা ক্যুইজ গুলিতে দর্শক রাউন্ড এতটাই জনপ্রিয় কে উত্তর দেবে তা নিয়েও মনকষাকষি হয়ে যায়। অনেক সময় ফিসফিসানি এমন পর্যায়ে যায় - সঠিক উত্তর দাতা আগে কে (দর্শক রাউন্ডে) তা বোঝা মুশকিল। তবে এটা ঠিক ত্রিপুরা ইনফোর মেগা কুইজ নিয়ে বাড়তি উদ্দীপনার তাপ ক্যুইজ প্রেমীদের পোয়াতে হয়। ক্যুইজে মেধা বা বুদ্ধির বেশি প্রয়োজন এ নিয়ে যে তর্ক - তা থেকে বির্তক প্রতিযোগিতাও হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় জানা উত্তর আজানা হয়ে যায় - স্মৃতি তঞ্চকতা করলে। কনফিডেন্সের পাশাপাশি দ্রুত ক্যালকুলেট করার ক্ষমতা ও বাড়তি সুযোগ এনে দেয়। এক কথায় ক্যুইজ, কয়েক ঘন্টার জন্য মানুষের ভাবনার লাগামকে শেকল পরিয়ে একাগ্রতার চুড়ান্ত সীমায় পৌছে দেয়। ত্রিপুরাইনফো ডট কম এর ক্যুইজের জনপ্রিয়তা এখন আত্মবিশ্বাসের আরেক নাম। ৭ই সেপ্টেম্বরের মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়চড় করে বাড়ছে। আবার প্লাবিত হবে জন সাধারণের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে 'ত্রিপুরাইনফো মেগা ক্যুইজ'।